যুগান্তর

04 DEC 2008

সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে ধস নেমেছে

নিম্নমুখী হয়ে পড়ছে শিক্ষার মান

মুসতাক আহমদ

দেশের সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাজ করছে বেহাল দশা। নিয়মিত পাঠদান না হওয়া, টিউটোরিয়াল ও ইনকোর্স পরীক্ষাসহ কড়াকড়িভাবে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো না হওয়ার কারণে মূলত শিক্ষার সার্বিক মান ক্রমান্বয়েই হয়ে পড়ছে নিম্নমুখী। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দাবি করছেন, বেশিরভাগ শিক্ষক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণেই মূলত এসব কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের হাজিরা ও ক্লাসে পাঠদানের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় তাদের অনেকেই চলছেন ইচ্ছামাফিক। অনেকে প্রাইভেট ও কোচিংমুখী। শিক্ষকরা বলছেন— রাজনীতি নয়, কলেজগুলোর দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্যাডারের যৌথ কাঠামোগত অবস্থা, শিক্ষার্থী সংকট, সুযোগ-সুবিধার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে সরকারি কলেজগুলো ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে।

দেশে বর্তমানে ২৫২টি সরকারি কলেজ রয়েছে এবং আরও দুটি কলেজ সরকারি হওয়ার প্রক্রিয়াধীন আছে। এসব কলেজে শিক্ষক আছেন ১১ হাজার ৭৮৭ জন। সর্বশেষ ২৭তম বিসিএস এবং ২৬তম বিশেষ বিসিএসের নিয়োগপ্রাপ্তরাসহ এ সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার। শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

শিক্ষা : কার্যক্রম

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এসব কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৬ লাখ। বিগত কয়েকবছর আসনের তুলনায় শিক্ষার্থী পাসের সংখ্যা বেশি হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছেই। এক হিসাবে দেখা গেছে, বিগত এক বছরে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী বেশি ভর্তি হয়েছে সারাদেশের সরকারি কলেজে। সংশ্লিষ্টরা জানান, কলেজগুলোতে দিনে দিনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়ছে না।

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের দুটি সংগঠন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি' এবং 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন'। এ দুটি সংগঠনের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ হচ্ছে, তারা বিভিন্ন সরকারের সময়ে পালাক্রমে 'সরকারের পকেট সংগঠন' হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংগঠন দুটির ঢাকা ও ঢাকার বাইরের কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা ক্যাডাররা সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। সংগঠনের নেতারাই শিক্ষাদানের পরিবর্তে শিক্ষাবহির্ভূত কাজে সময় ব্যয় করতে বেশি ব্যস্ত থাকেন।

রাজধানীর সরকারি ১০টি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব কলেজের দু'শতাধিক শিক্ষক ফার্মগেট, মৌচাক, মালিবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সরকারি কলেজের শিক্ষকরা শিক্ষাবহির্ভূত কাজে বেশি ব্যস্ত থাকায় উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার ফলাফলে প্রাইভেট কলেজগুলোর সঙ্গে বিস্তর ব্যবধান। দিন দিন ফলাফলে আরও পিছিয়ে পড়ছে সরকারি কলেজগুলো। ভালো ফলের ক্ষেত্রে ঢাকা কলেজের ঐতিহ্য থাকলেও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না। ২০০১ সাল পর্যন্ত ঢাকা কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় ছিল। গত সাত বছরে অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি কলেজটি। ২০০৫ সালে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে। কিন্তু সর্বশেষ এবছরের ফলাফলে তারা চলে গেছে নবম অবস্থানে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত অনার্স, মাস্টার্স পরীক্ষায়ও এ কলেজের ফলাফলের চেয়ে মফস্বল অঞ্চলের অনেক কলেজ ভালো ফল করছে। এভাবে সরকারি কবি নজরুল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বদরুন্নেছা মহিলা কলেজসহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের অনেক সরকারি কলেজ ভালো ফল করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনের সভাপতি মতিউর রহমান গাজ্জালী বলেন, সরকারি কলেজের শিক্ষকরা রাজনীতি নয়, সমিতি করেন। আর এতে যারা নেতৃত্বে থাকেন তারা ক্লাস নিয়েই সমিতিতে বসেন। তিনি ক্যাডারের ব্যাপারে বলেন, ২৮টি ক্যাডারের মধ্যে একমাত্র শিক্ষা ক্যাডারটিই 'ভ্যাকেশনাল ক্যাডার'। যে কারণে শিক্ষকরা যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনি শিক্ষার্থীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব মাসুমে রাব্বানী বলেন, সরকারি কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক যেমন নেই, তেমনি নেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুম। তিনিও দাবি করেন, তারা যারা নেতৃত্বে আছেন তারা নিয়মিত ক্লাস নেন। সবাই রাজনীতি করেন না।